14 FEB

ঢাবির হল থেকে অস্ত্রসহ সাত বহিরাগত আটক

■ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) মাস্টার'দা সূর্য সেন হল থেকে সাত বহিরাগতকে আটক করেছে পুলিশ। এ সময় চাইনিজ কুড়াল, চাপাতি, একটি খেলনা পিস্তল, স্প্রীন্টার ও ইয়াবার খোসা উদ্ধার করা হয়।

রবিবার দিবাগত রাত ১২টার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টরিয়াল টিম ও পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালালে এই আটক ও অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা ঘটে। ৩১৩ নম্বর রুম থেকে পাঁচ জন, ৩১৪ নম্বর রুম থেকে একজন এবং ১০১ নম্বর রুম থেকে একজনকে আটক করা হয়। আটককৃতরা হলেন- লিমন দাড়িয়া, মো. সানি, মো. রিয়াজ, মো. টিটন, মো. তপু হোসেন, ইমন হোসেন এবং মো. সজিব।

শাহবাগ থানার ওসি আবু বকর সিদ্দিকের অভিযান পরিচালিত হয়। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর অধ্যাপক এম আমজাদ আলী এবং হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এএসএম মাকসুদ কামালসহ হলের আবাসিক শিক্ষক ও পুলিশের অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর অধ্যাপক এম আমজাদ আলী বলেন, চারদিন আগে তিন ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার করে ওয়ারী থানা পুলিশ। তারা পুলিশকে জানায়, তাদের মূল হোতা কাশেম (ছদ্মনাম)। কাশেম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলে থাকেন। এর পর থেকেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে সূর্যসেন হলে নজরদারী রাখা হয়। তিনি আরও জানান, রবিবার কোতোয়ালি থানা পুলিশ কাশেমকে গ্রেফতার করে। কাশেমের কাছ থেকে সুজনসহ অন্যদের নাম বেরিয়ে আসে। তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই সূর্যসেন হলে অভিযান চালানো হয়।

আমজাদ আলী জানান, যেসব রুমে অভিযান চালানো হয়েছে সেসব রুমে আরও অস্ত্র গোলা-বারুদ ছিল বলে তথ্য ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, কাশেমের গ্রেফতারের খবর জানার পর ওইসব অস্ত্র গোলা-বারুদ সরিয়ে ফেলা হয়েছে। পাশপাশি সুজন পালিয়ে গেছে।

শাহবাগ থানার ওসি আবু বকর সিদ্দিক জানান, গ্রেফতারকৃতদের নামে ছিনতাই, চাঁদাবাজি এবং ডাকাতিসহ রাজধানীর বিভিন্ন থানায় বেশ কয়েকটি মামলা আছে। এর মধ্যে কাশেমের নামে ওয়ারী থানাতেই ৭টি মামলা আছে।

এ বিষয়ে হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে সাতজন বহিরাগতকে আটক করা হয়েছে। যেসব রুম থেকে আটক ও অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে সেসব রুম সিলগালা করে দেওয়া হয়েছে বলেও তিনি জানান।

শিক্ষার্থীকে মারধরের ঘটনায় ঢাবির দুই শিক্ষার্থী আজীবন বহিষ্কার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) কবি জসীম উদদীন হলে এক শিক্ষার্থীর ওপর শারীরিকভাবে মারধর ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের ঘটনায় হল কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত দুই শিক্ষার্থীকে হল থেকে আজীবন বহিষ্কার করেছে। এ ছাড়া তিন শিক্ষার্থীকে দুই বছরের জন্য বহিষ্কার এবং অন্য দুই শিক্ষার্থীকে লিখিতভাবে সতর্ক করা হয়েছে।

রবিবার জসীম উদদীন হল কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত নেয়। বহিষ্কারের বিষয়ে তারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নোটিস দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, নিয়মিত কর্মসূচিতে অংশ না নেওয়ার অভিযোগে গত ১ ফেব্রুয়ারি ঢাবির জসীম উদদীন হলের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের এক শিক্ষার্থীর অস্ত্রোপচারের জায়গায় ও পেটে লাথি মারে ছাত্রলীগ কর্মীরা।